স্পট : আটিয়া জামে মসজিদ

‘মিথ্যা বললে কেউ ফিরে আসত না। সত্য বললে সুড়ঙ্গ থেকে উঠে আসত’

আটিয়া জামে মসজিদ। এক সময় দশ টাকা নোটে এই মসজিদের ছবি ছিল। প্রায় চারশ’ বছরের পুরনো এই মসজিদটিকে নিয়ে রয়েছে নানা গল্প। অনেকের ধারণা, অলৌকিকভাবে মাটির নিচ থেকে উঠে এসেছে এই মসজিদ। গায়েবি মসজিদ। পাশে রয়েছে একটি মাজার। পুরো একদিনের ঘটনাবলী নিয়ে লিখেছেন **তাউস রানা**

ভোর ৪.৪৫ : রাতের অন্ধকার এখনও কাটেনি। টাঙ্গাইলের মূল শহর থেকে এগিয়ে যাচ্ছি আটিয়া জামে মসজিদের দিকে। রাস্তার দু’ধারে সারি সারি গাছ। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সরু মসৃণ পথ।

আটিয়া মসজিদের সামনে নামলাম। এরই মধ্যে আধঘন্টা কেটে গেল। পাশে একটি লাইট পোস্ট। সেই আলোতে কারুকাজমন্ডিত মসজিদের সৌন্দর্য যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ফজরের নামাজ আদায় করছে মুসল্লিরা। পরিচ্ছন্ন পুকুরটির শান বাঁধানো সিঁড়িতে এখনো অনেকে ওজু করছে।

৫.৩০ : মসজিদ সংলগ্ন একটি মাদ্রাসা। তার সাথেই লাগানো একটি পরিত্যক্ত মসজিদ। দেখতে অনেকটা আটিয়া জামে মসজিদের মতো। অন্য পাশে একটি গার্লস স্কুল। যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। রাস্তার ওপারে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। মোখলেছুর রহমান রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। কথা হল তার সাথে।

: আটিয়া মসজিদ নাকি মাটির নিচ থেকে এমনি এমনি উঠেছে?

: হ ভাই, দুইটাই মাটির নিচ থাইক্যা উঠছে। এইটা (পরিত্যক্ত মসজিদ) উঠোনের সময় মানুষ দেখছিল, তাই পুরাডা হয় নাই। ঐটা (আটিয়া জামে মসজিদ) উঠনের সময় কেউ দেখে নাই, তাই পুরাডা হইছে।

৫.৪৫ : প্রাথমিক স্কুল পেরিয়ে ছোট্ট একটি ব্রিজ। ব্রিজের ঢালুতে হযরত শাহান শাহ বাবা আদম কাশ্মীরি (রাঃ)-এর মাজার শরীফ। এক কোণায় একটি সাইনবোর্ড– ‘সাবধান! সামনে মাজার শরীফ। এর পবিত্রতা

মিলাদ শেষে মোনাজাত চলছে

রক্ষা করুন।' মাজারের ভেতরে শাহান শাহ'র কবর। বেশ উঁচু। কাপড় দিয়ে ঢাকা। পাশে তার খাদেমের কবর। অন্য পাশে একটি দান বাক্স। অনেকে জিয়ারত করছে। মাজারের বারান্দায় একদল লোক ঘুমাচ্ছে। কথা হল খাদেমের সঙ্গে–

: ঘুমাচ্ছে কারা?

: প্রতিদিন নিত্য নতুন লোক আসে, রাতে ফিরতে পারে না। এখানেই ঘুমায়। আবার অনেক গরিব লোক সব সময়ই মাজারে পড়ে থাকে।

৬.০০ : মাজারের সামনে দোকানগুলো খুলছে। পনেরো-বিশটি হবে। অধিকাংশ দোকানেই মোমবাতি, আতর, মালা ইত্যাদি সামগ্রী। কিছু রয়েছে মনোহারী ও চায়ের দোকান।

৬.৩০ : আটিয়া থেকে একটু দূরে ছিলিমপুর বাজার। বসে আছি সুলতানা মিষ্টান্ন ভান্ডারে। সকালের নাস্তা সেরে নিচ্ছে আগতরা। হোটেলের দেয়াল জুড়ে নির্বাচনী পোস্টার।

আজ সপ্তাহের হাটবার। তাই সকাল হতেই লোকজনের ব্যসততততা শুরু হয়েছে।

৭.০০ : ছিলিমপুর থেকে আটিয়া যাচ্ছি রিকশা করে। রাস্তার দু'ধারে সারি সারি আকাশমনি গাছ। গাছে ঝুলছে বিভিন্ন সাইনবোর্ড। উজ্জীবিত টাঙ্গাইল। নিচে স্লোগান লেখা 'লেখাপড়া করবো, সুন্দর জীবন গড়বো।' যার রিকশায় চড়েছি তার নাম ওমর শরীফ। মাজার এলাকায় রিকশা চালায় সে।

: দৈনিক কত ইনকাম হয় আপনার?

: ৭০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত থাকে। দিন বুইজা কম-বেশি হয়।

মাজারে সেজদা করছে একজন

৭.৩০ : মসজিদের পেছনে সকালের আলোকিত সূর্য। সেই আলোয় ঝকঝক করছে মসজিদের কাঠামো। পুকুরের পাশে একটি কবর। কিছু লেখা নেই। পথে একজনকে বললাম–

: এই কবর কার?

: আটিয়া মসজিদের মোয়াজ্জেন ছিলেন তিনি। মৃত্যুর আগে বলেছিলেন তাকে যেন মসজিদের পাশে কবর দেয়া হয়।

৭.৪৫ : পরিত্যক্ত মসজিদের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন দু'জন। একজন বেশ উঁচু গলায় ওয়াজের সুরে কথা বলছেন। এগিয়ে গেলাম। কথা হল একজনের সাথে। নাম মোঃ আব্দুল জব্বার মুন্সী। ১২ বছর মসজিদের ইমাম ছিলেন। জিন, পরী, ভূতের আছড় ছাড়ান তিনি।

: ভূত বলে কি কিছু আছে?

: নাই মানে, যারে ধরে সেই বুঝে ঠ্যালা!

৮.১৫ : বসে আছি মাজার গেটের সামনে আবুল কালামের দোকানে। অনেকে নিজের ক্ষেতের তরিতরকারী নিয়ে বসেছেন দোকানগুলোর পাশে। বিল থেকে মাছ ধরে বিক্রি করছে কেউ। একজন লোক সাইকেল থেকে মাজার গেটের সামনে নামলেন। রাস্তায় দাঁড়িয়েই বিশেষ ইশারায় প্রার্থনা করে আবার রওনা হলেন। অনেকেই সকালের যাত্রা পথে প্রার্থনা করে যাচ্ছেন।

৯.০০ : আটিয়া মসজিদ থেকে একটু দূরেই কুমারপাড়া। ছড়ানো ছিটানো কাঁচা মাটির হাঁড়ি-পাতিল বিভিন্ন জায়গায়। চারদিকে বেশ উৎসবের আমেজ। বিয়ের গেট তৈরিতে ব্যস্ত অনেকে। এখন কুমারপাড়ায় কোনো কাজ হচ্ছে না। পরিচয় হল কুমার সুভাষ পালের সাথে–

: কাজ বন্ধ কেন?

: এই সময়ে কাজ বন্ধ থাকে। অগ্রহায়ণ, চৈত্র মাসেই কাজ বেশি হয়। তাছাড়া এই এলাকায় তিনটা বিয়া নিয়া সবাই ব্যস্ত।

৯.৩০ : মাহবুব আলম খান মজলিস মাজারের জিনিসপত্র বিক্রি করে। আতর, মোমবাতি, বাতাসা, মালা দিয়ে সুন্দর করে তার দোকান সাজানো।

: দৈনিক বিক্রি কেমন?

: চার-পাঁচশ' টাকা হয়। লোক বেশি, বিক্রি বেশি।

: লোক বেশি হয় কখন?

: বৃহস্পতি, শুক্র ও রোববার লোক বেশি হয়। বহেন একটু পরেই অনেক লোক দেখতে পাইবেন।

তবারকের জন্য ভিড়

১০.০০ : ব্রিজের ওপর কয়েকজন বসে আছে। নিচে একটি পরিচ্ছন্ন পুকুর। একটি পদ্ম ফুল ফুটে আছে। কিছু বাচ্চা ছেলে গোসল করছে। নির্বাচনী আলাপ জমে উঠেছে লোকগুলোর মধ্যে। অনেকে বেশ উত্তেজিত। মধ্য বয়সী একজন বলছে (ক্ষুব্ধ হয়ে) মরিচ দিয়া ভাত খাই, মরিচের বুদ্ধি মাথায়, যারে মনে চাইব তারে ভোট দিমু।

১০.২০ : টাঙ্গাইলের নাগরপুর থেকে এসেছে আশরাফ হোসেন। সঙ্গে তার পরিবার। আতর, মোমবাতি কিনছেন দোকান থেকে। দোকানদার একটি প্লেটে কয়েকটি বাতাসা এগিয়ে দিলেন। বললেন, বাতাসা খান। সাধারণ বাতাসা না, মিলাদে পড়া বাতাসা। আশরাফ হোসেন সব মিলিয়ে ৭০ টাকার জিনিস কিনলেন।

: মাজারে এসেছেন কেন?

: বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আসছি। বলা যাবে না।

আটিয়া মসজিদের পাশে অন্য একটি পুরাতন মসজিদ

১১.০০ : অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছে। কিছু ছেলে বৃষ্টিতে ভিজছে। একটু পরেই রোদ দেখা গেল।

১১.৩০ : মসজিদের পুকুরে অনেকে গোসল করছে। কয়েকজন বিদেশী এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করছেন। পুকুর পাড়ের একজনকে বললাম-

: এরা (বিদেশী) কোন্ দেশ থেকে এসেছে?

: মালয়েশিয়া থেকে। তবলিগ জামাতের সাথে। তিন দিন ছিল আজ চলে যাবে।

১২.০০ : মাইক্রোবাসের সামনে দাঁড়িয়ে তিনজন তরুণ-তরুণী কথা বলছে। টাঙ্গাইল থেকে এসেছে। স্থানীয় কলেজে সবাই অনার্স পড়ছে। এদের একজনের সাথে কথা হল—

: মাজারে এসেছেন কেন?

: মনের মতো একজনকে (পাশের ছেলের দিকে তাকিয়ে) পেয়েছি, তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি।

১২.১৫ : মাজারে এখন প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে। বারান্দায় তবারক বিতরণ করা হচ্ছে। বাতাসা, খিচুড়ি। ভেতর থেকে মিলাদের সুর ভেসে আসছে। অনেকে কবরে সেজদা করছে। একপাশে প্রার্থনারত মহিলারা। তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। বারান্দায় কিছু গরিব লোক বসে আছে তবারকের আশায়।

: প্রতিদিনই আসেন?

: মাঝে মাঝে আসি। শুক্রবারেই বেশি আসি।

একজনকে দেখা গেল একটি মোরগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

: মোরগ নিয়ে এসেছেন কেন?

: মানত করছি, তাই নিয়া আইছি।

১২.৩০ : মাজারের ডানদিকে একটি রান্না ঘর। কেউ মুরগি কাটছে, খিচুড়ি রান্না করছে। যারা নিজ হাতে রান্না করে মাজারে তবারক দিতে চায় তাদের জন্য এই ব্যবস্থা।

১২.৩৫ : আটিয়া মসজিদ থেকে জুমার নামাজের আযান হচ্ছে। মাজার থেকে অনেকেই মসজিদের দিকে যাচ্ছেন। মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন অয়ন। জানালেন, টাঙ্গাইলের ওপর সফটওয়্যার ডেভেলপ করছেন তিনি। আটিয়া মসজিদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছেন।

১.০০ : সৈয়দ রতনের মনোহারী দোকান মসজিদের সামনে। পাশে একটি লোক বসে চিৎকার করছে। কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না। তার এক হাতে ইট, অন্য হাতে লাঠি। সৈয়দ রতন জানালেন, ওর মাথায় সমস্যা আছে। প্রতিদিন সকালে আসে, রাতে চলে যায়।

১.১৫ : জুমার নামাজ শুরু হয়েছে। এখনো পুকুরে ওজু করছে অনেকে। মসজিদের পেছন দিকে চলে এলাম। একটি পরিত্যক্ত কুয়া, তার পাশে একটি সুড়ঙ্গের মতো। সুড়ঙ্গের গেটে তালা লাগানো। এই সুড়ঙ্গ নিয়ে প্রচলিত আছে অনেক গল্প। এলাকাবাসী অনেকে বলছে—এই সুড়ঙ্গ পুকুরের মাঝে গিয়ে থেমেছে। আগে বিচারের সময় কেউ মিথ্যা বলছে না সত্য বলছে তা যাচাই করার জন্য তাকে সুড়ঙ্গের মধ্যে পাঠিয়ে দেয়া হত। মিথ্যা বললে কেউ ফিরে আসত না। সত্য বললে সুড়ঙ্গ থেকে উঠে আসত। কিন্তু মসজিদের ইমাম সাহেব জানালেন অন্য কথা। এই সুড়ঙ্গ আর কিছুই নয়, মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সাইদ খান পন্নীর কবর।

১.৪৫ : নামাজ শেষে মাজারে বেশ ভিড়। আতর, মোমবাতি বিক্রিতে ব্যস্ত দোকান মালিকগণ। মধ্য বয়সী একজন দু'টি বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে মাজার হতে বের হলেন। ঢাকা থেকে এসেছেন তিনি। আটিয়া মসজিদে নামাজ পড়া ও মাজার জিয়ারত করাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

৩.৩০ : লোক সমাগম কমে এসেছে মাজার এলাকায়। মাঝে মাঝে একদল গাড়ি নিয়ে আসছে। মিলাদ পড়ে, তবারক বিতরণ

মাজারে দূর থেকে আসা মানুষের ভিড়

করে চলে যাচ্ছে। কেউ একাই আসছে, চুপচাপ মাজার জিয়ারত করে চলে যাচ্ছে।

৪.০০ : হযরত শাহান শাহ বাবা আদম কাশ্মীরি (রাঃ) -এর মাজারের হিসাবরক্ষক নেছার আহমেদ খান মান্নান। তিনি মাজারের ইতিহাস তুলে ধরলেন। শাহান শাহ হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার হিন্দু নাম যুবরাজ কল্যাণ সিং। এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় হলে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। পরে দিল্লির সাধক সেলিম চিশতী (রহঃ)-এর সান্নিধ্যে আসেন। তারপর ইসলাম প্রচারের জন্য এই এলাকায় আসেন। তিনি খুব দানশীল ছিলেন। তাই এই এলাকার নাম হয় আটিয়া। যার অর্থ দানের রাজ্য। শাহান শাহ ১৫০৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

হিসাবরক্ষক আরো জানালেন, গরু, ছাগল, মুরগি বিক্রি করে সপ্তাহে ব্যাংকে জমা দেন। টাঙ্গাইল জেলার ডিসির তত্ত্বাবধানে এই মাজার পরিচালিত হয়।

৪.৩০ : মাহাবুব আলম মাজার শরীফে মিলাদ পড়ান। এইমাত্র একটি মিলাদ শেষ করে এলেন। জানালেন, প্রতি মিলাদে ২০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত পান। এক-তৃতীয়াংশ মাজারে দিতে হয়। বাকিটা তার। মিলাদের জন্য তিনটি গ্রুপ রয়েছে। আজ ২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করছেন।

৫.০০ : আসরের আজান হচ্ছে। পুকুরে একদল লোক ওজু করছে। কথা হল তাদের সাথে। প্রায় সবারই ধারণা আটিয়া জামে মসজিদের সঠিক কোনো ইতিহাস নেই। অলৌকিকভাবে এই মসজিদের উৎপত্তি। অথচ মসজিদ গেটেই বিস্তারিত ইংরেজিতে লেখা আছে।

করটিয়ার জমিদার সাইদ খান পন্নী ১৬০৯ সালে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। তারপরে যারা সংরক্ষণ করেছেন তাদের নামও লেখা আছে। রয়েছে একটি বিজ্ঞপ্তি– '১৯৬৮ সালের পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আইন অনুসারে কেউ মসজিদের ক্ষতি করলে ১ বছরের জেল বা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে।'

৬.০০ : এলাকার জব্বার মুন্সী মাজার এলাকায় নেশাখোরদের উপদ্রবের কথা জানালেন। বললেন, গাঁজা খোরেরা নেশা করে ধ্যান করে। তাদের ধারণা নেশার মাধ্যমে তারা আল্লাহর খুব কাছে চলে যায়। ১ মাস আগে পুলিশ ১২ জন নেশাখোরকে গ্রেপ্তার করে। তারপর থেকে তাদের উপদ্রব কম।

মাজারের সামনের মনোহারী দোকান করে আবুল কালাম তরিকাপন্থি। প্রতি মাসে মাজারে তাদের আসর বসে।

: তখন কি নেশা করেন আপনারা?

: (লজ্জিত হয়ে) একটু আধটু হয়। খুব বেশি হয় না।

৬.৩০ : অনেক দূর থেকেই একটি স্লোগান ভেসে আসছিল। 'জোরসে বলো গামছা, সবাই বলে গামছা'। কিছুক্ষণ পরেই তিনটি মাইক্রোবাসসহ কাদের সিদ্দিকী মাজারের সামনে নামলেন। একটি মাইক্রোর ছাদে তিনটি স্পিকার সেট করা। সেখানে থেকে দ্রুত গামছার স্লোগান হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে মাজারের সামনে বেশ লোক জমে গেল। কাদের সিদ্দিকী মাজার জিয়ারত করতে ভেতরে ঢুকলেন। মিলাদ শেষে বের হয়ে এলেন। বাইরে দাঁড়ানো লোকদের সাথে হাত মেলালেন। যারা মিলাদ পড়িয়েছেন তাদের ৭৫০ টাকা দিয়েছেন তিনি। তাই তারা বেশ খুশি।

মাজারে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা

কুমারপাড়ার সৌন্দর্য

৬.৪৫ : মাগরিবের আজান হচ্ছে আটিয়া জামে মসজিদে। পশ্চিমে লাল আকাশ। গাছের চূড়ায় দিনের শেষ আলো। এলাকার চার তরুণ ছেলে তনু, মনি, বিপলু ও ওয়াজেদ আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। আমার পরিচয় পেয়ে কিছুটা ক্ষোভ ঝরে পড়লো তাদের গলায়। বললো, 'ভাই, সেই দশ টাকার নোটটা আর ছাপা হয় না। আপনারা একটু লেখেন। এভাবে কি একটা ঐতিহ্যকে মুছে ফেলা ঠিক হয়েছে?'

৭.২০ : আটিয়া মসজিদের ইমাম শরীফুল ইসলামকে নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম। সুন্দর কারুকাজ মসজিদের দেয়ালে আর পিলারগুলোতে। একপাশে তবলিগের লোকজন বসে 'বয়ান' শুনছে। ইমাম সাহেব জানালেন, এই মসজিদ নিয়ে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। অনেকে বলে গায়েবি মসজিদ। মাটির নিচ থেকে উঠে এসেছে। পেছনে যে সুড়ঙ্গ দেখেছেন, ওটা আসলে সাইদ খান পন্নীর কবর। অথচ মানুষ বিভিন্ন গল্প ছড়ায়। আসল ঘটনা কেউ জানতেও চায় না।

৮.০০ : মসজিদের সামনে সৈয়দ রতনের দোকানে বসে আছি। এশার নামাজের আজান হচ্ছে। চারদিকে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ভেসে বেড়াচ্ছে জোনাকি পোকার দল। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। সৈয়দ রতন জানালেন, ৭/৮ মাস আগে একুশে টিভিতে আটিয়া জামে মসজিদ নিয়ে প্রতিবেদন প্রচার করা হয়। তারপরই আটিয়া মসজিদ সংস্কারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কাজ হয়েছে।

৮.৩০ : রিকশায় উঠলাম। বাসস্ট্যান্ডে যাবো। রিকশায় হারিকেন নেই। সামনের রাস্তা বেশ অন্ধকার। কিন্তু রাস্তার দু'ধারে সার বেঁধে জোনাকি পোকা থাকায় তেমন সমস্যা হল না। রিকশা এগিয়ে যাচ্ছে। পেছনে কয়েকশ' বছরের পুরনো আটিয়া জামে মসজিদ। সঙ্গে তার সুন্দর কারুকাজ ও মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা আটিয়া গ্রাম।